কড়াইল বস্তি উচ্ছেদ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

২২ ডিসেম্বর ২০০৮
রিপোর্টার্স ইউনিটি(ভি আই পি লাউঞ্জ), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক),বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর (কাপ) এবং সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ (সিইউএস) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আমরা উল্লিখিত সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে বস্তিবাসীদের আবাসনের অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছি। পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন সময় আইনগত পদক্ষেপও গ্রহণ করেছি।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

গত ১১ জানুয়ারি ২০০৭ জরুরি অবস্থা জারির পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক মাত্রায় বস্তি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। এসব উচ্ছেদ অভিযানে অসংখ্য বস্তিবাসী আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে উক্ত সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করা হলে তিনি উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন এবং এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি রাজধানীর মিরপুর এলাকায় পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য পাঁচ (০৫) একর জমি নির্ধারণ করে। সরকারের এসব অঙ্গীকার ও উদ্যোগের প্রেক্ষিতে আমরা আশা করেছিলাম, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বস্তি উচ্ছেদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। কিন্তু আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও আশাহত হই যখন ১৬ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে সরকারের গণপূর্ত বিভাগ লিখিত নোটিশ জারির মাধ্যমে গুলশান এলাকার ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এক লাখের অধিক মানুষ বসবাসরত কড়াইল বস্তির বাসিন্দাদের অনতিবিলম্বে নিজ দায়িত্বে সব স্থাপনা অপসারণের নির্দেশ দেয়। অন্যথায় বুলডোজার দিয়ে স্থাপনা অপসারণ করা হবে বলে উল্লিখিত নোটিশে বলা হয়।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এ বিষয়ে উক্ত বস্তির বাসিন্দারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে গত ৪ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে জনস্বার্থে একটি রিট মামলা দায়ের করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর '০৮ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ উল্লিখিত বস্তির স্থাপনা অপসারণের নোটিশ প্রদান কেন বেআইনী ঘোষণা করা হবে না এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের নীতিমালা অনুসরণে কর্তৃপক্ষকে কেন নির্দেশ দেওয়া হবেনা মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি রুল নিশি জারি করেন। একই সাথে আদালত ৫ জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত বস্তি উচ্ছেদ না করা জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। এদিকে আমরা জানতে পেরেছি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ওই এলাকায় সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করবেন ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮। আমরা মনে করি, এটা একদিকে যেমন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিজের করা অঙ্গীকারের বরখেলাপ অন্যদিকে তা আদালত অবমাননারও সামিল। তাছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ সুবিধাভোগী সরকারী কর্মকর্তাদেরকে বস্তি উচ্ছেদ এর জন্য অতি উৎসাহী করে তুলতে পারে।

সুধীমন্ডলী,

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র বা শোষণ-বঞ্চনার শিকার অগণিত মানুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে শহরে আসে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল বিকল্প না পেয়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বস্তিতে আশ্রয় নেয়। শুধু ঢাকা শহরেই ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ লোক বিভিন্ন বস্তিতে বাস করে। এর মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষই রয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিক, যারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রিকশা চালক, গৃহকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার লোক বস্তিতে বাস করে এবং নগরীর অর্থনৈতিক জীবনে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ করার ফলে বস্তিবাসীদের জীবন ও জীবিকার অধিকার যেমন লঙ্ঘিত হয় তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সাথে নাগরিক জীবনেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তারচেয়েও বড় কথা ওই নাগরিকদের অর্থ উপার্জনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকেও লঙ্ঘন করা হয়। তাছাড়া এটা নাগরিকের বাসস্থানের অধিকার রক্ষা ও পূরণে সরকারের করা সাংবিধানিক অঙ্গীকারেরও বরখেলাপ। আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে যেখানে সব দলের প্রার্থী বস্তি উচ্ছেদ না করার জন্য অঙ্গীকার করছেন সে মুহূর্তে নতুন করে বস্তি উচ্ছেদের উদ্যোগের পেছনে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের দুরভিসন্ধি থাকতে পারে বলে আমাদের আশংকা। আমরা আশা করি, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের মেয়াদের এই অন্তি-ম লগ্নে আর কোন বস্তি উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

(আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর (কাপ), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এবং সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ (সি ইউ এস) এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য)